যায়যায়দিন

তারিখ 12 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা: আত্মঘাতী নোট-গাইড ও কোচিং বাণিজ্য

ড. রহমান হাবিব

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মৌল প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি সৃজনশীলতা চর্চা না থাকে, তাহলে সে দেশের শিক্ষা পরিণামে জাতির জন্য দূরদর্শী মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে আইন করে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নোট-গাইড ও কোচিং-টিউশনি বাণিজ্য বন্ধ করা হয়নি সে কারণে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীলতার সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুল এবং ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে বাংলাদেশে শুধু বিভিন্ন বিষয়ের নোট ও গাইড বই চালুই নেই; বরং জাতীয় প্রচারমাধ্যম টেলিভিশনে নোট-গাইডের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেয়া হয়। এতে স্পষ্ট হয়, আমাদের শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের চেতনাহীনতা কতো অন্যমনস্কতা ও অবহেলায় পর্যবসিত হয়েছে। নোট-গাইডের বিজ্ঞাপনকে আমি গ্লানিকর মনে করি।

স্কুল-কলেজ লেভেলে বিভিন্ন বিষয়ের নোট পড়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট উত্তর মুখস্থ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, যে নোটটি আসলে জ্ঞানগত কোনো দূরদর্শিতার পরিচয়বাহী নয়। প্রাইমারি লেভেল পর্যায়ে শুধু ইংরেজির টেক্সট বইয়ের পদার্থসমূহের একটি নির্দেশিকা থাকতে পারে। অন্যান্য বইয়ের নোট নয়; বরং বাংলা, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিতের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য, তথ্যবহুল একাধিক মেইন বই থাকতে পারে- পাঠ্যসূচি অনুযায়ী সেই বইগুলোর তথ্য ঘেঁটে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবিকাশহীন উত্তর খুঁজে বের করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

হাইস্কুল এবং কলেজ পর্যায়ে বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতির একাধিক মেইন বই থাকার প্রস্তাব করছি। তবে যারা সে মেইন বইগুলো লিখবেন, তারা যাতে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে বই লেখার জন্য নিয়োগ না পান। বিষয় সম্পর্কে যারা আসলেই ভালোভাবে জানেন, তারাই যাতে বই লেখার দায়িত্ব পান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যার রক্ত-মাংস-মজ্জায় লেখকসত্তা নেই, এমন লোক যাতে বই লিখে বাণিজ্যিক লেখক হতে না পারেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থায় সাজেশন অনুসরণ করে শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। এ বিষয়টি গ্লানিকর। বিভিন্ন বোর্ডের এসএসসি, এইচএসসির কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র এবং বছরের প্রশ্নপত্র দেখে শিক্ষার্থীরা সাজেশন অনুযায়ী পড়ে থাকে। সাজেশন বাজারে বিক্রিও হয়। জোড় সালে (যেমন ১৯৮২, ১৯৮৪) যা যা এসেছে, তা জোড় সালে এবং বিজোড় সালেরগুলো পরবর্তী বিজোড় সালে আসবে- বোর্ড পরীক্ষায় এ ধরনের পদ্ধতিতে সাজেশন করে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে থাকে।

পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে ১৫/২০ নম্বরের উত্তর লেখার পদ্ধতি বাতিল করে দিলে এ ধরনের সাজেশন ও নোট-গাইড সিস্টেম বন্ধ হতে পারে। পদার্থ, রসায়নের মতো বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসেও বিশ নম্বরের উত্তর লেখার পদ্ধতি বাদ দিয়ে একশ নম্বরের জন্য ২০টি প্রশ্নের উত্তর লেখার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করছি। তাহলে প্রতিটি প্রশ্ন-উত্তরের জন্য ৫ নম্বর করে বরাদ্দ থাকবে। অথবা হতে পারে একজন শিক্ষার্থী ৫০টি প্রশ্নের উত্তর লিখবে, প্রশ্নও খুব সংক্ষিপ্ত থাকবে; উত্তরও হবে ২ নম্বরের মতো সংক্ষিপ্ত। তাহলে মুখস্থমুখী শিক্ষাব্যবস্থাই শুধু বন্ধ হবে না বরং একাধিক সংখ্যক মেইন বা টেক্সট বই এর মধ্য থেকে অনুসন্ধান করে করে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানবর্ধক বক্তব্য অধিকভাবে এমন পদ্ধতিতে মনে রাখতে চেষ্টা করবে, যাতে ২ নম্বরের জন্য তারা নিজের ভাষায় উত্তর লিখে দিতে সক্ষম হবে। নিজে উত্তর লেখার ক্ষমতা অর্জিত হলে ছাত্রদের মধ্যে সৃজনশীলতা বাড়বে।

নোট বইয়ের মধ্যে একটি উত্তর প্রস্তুত থাকে বটে; কিন্তু তা অধিকসংখ্যক ভালো মানের টেক্সট বইয়ের জ্ঞান-সন্ধিৎসাকে জাগ্রত তো করেই না; বরং জ্ঞানুসন্ধিৎসাকে তা গলাটিপে হত্যা করে থাকে।

যারা নোট লেখেন, তারা সাধারণত স্কুল-কলেজের শিক্ষক। শিক্ষকদের বেতন কম বলে তারা নোট-গাইড লিখে বাড়তি অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করেন। শিক্ষকরা প্রাইভেটও পড়ান, তাদের বেতন কম বলে। একাধিক সংখ্যক ভালো মানের টেক্সট বই যাতে শিক্ষকরা নিজেরা ভালোমতো পড়ে এসে ক্লাসে পাঠ দান করেন, স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কলেজের অধ্যক্ষরা যাতে তার বাস্তবমুখী তত্ত্বাবধান করেন, সেই ধরনের ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। তাহলে শ্রেণীকক্ষেই ভালো পড়াশোনা হবে- প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন পড়বে না। অধিক মাত্রায় প্রাইভেট পড়ানোর কারণে [illegible] বিশ/পঁচিশ বছর ধরে। স্কুল-কলে[illegible] শিক্ষকদের এমন পরিমাণ তেমন বাড়া[illegible] প্রয়োজন যাতে তারা প্রাইভেট না প[illegible] তাদের সংসার নির্বাহ করতে পারেন। ত[illegible] প্রাইভেট পড়ানোটা আইন করে বন্ধ করা [illegible] হবে।

কোচিং সেন্টারের সঙ্গে সাধারণ শি[illegible] বেকার যুবকরা এবং স্কুল-কলে[illegible] শিক্ষকরাও জড়িত থাকেন। কো[illegible] সেন্টারগুলো শিক্ষকদের সরকারি [illegible] বেসরকারি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্কুল-কলে[illegible] শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ [illegible] যেতে পারে; অথবা আরো ভালো মানের ন[illegible] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে, সেখানে তা[illegible] চাকরির ব্যবস্থা থাকতে পারে।

যারা নোট-গাইড ছাপতেন, সেই মু[illegible] ব্যবসায়ীরা যাতে অধিকসংখ্যক টে[illegible] বইয়ের মুদ্রণের সঙ্গে সম্পর্কিত থাক[illegible] পারেন, সে বিষয়টি তদারকি করে নিশ্[illegible] করতে পারলে মুদ্রণ ব্যবসায়ীরাও আ[illegible] ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। প্রাই[illegible] বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা[illegible] বাণিজ্যিক করে ফেলেছেন। শিক্ষা [illegible] জাতিকে উন্নয়নের এবং শিক্ষার মূল্যবোধ [illegible] মহৎ জীবনকে অনুপ্রেরণাদানকারী প্রপঞ্চ- [illegible] বিষয়টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যাল[illegible] পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখ[illegible] হবে।

শিক্ষা তো বাণিজ্যিক প্র[illegible] (Phenomena) নয়; বরং তা মানুষ[illegible] আত্মিক ও অর্থনৈতিকসহ জীব[illegible] সামগ্রিকভাবে উৎকর্ষ সাধনের যে প্র[illegible] মাধ্যম- তা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্ত[illegible] প্রতিপাদিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

যারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে ভালোবা[illegible] এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানগত [illegible] মূল্যবোধগত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করতে স[illegible] হবেন- এমন শিক্ষক-শিক্ষার্থী বাংলাদেশে সৃ[illegible] করতে হবে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা য[illegible] নোট-গাইড-প্রাইভেট ও কোচিংনির্ভর হয় [illegible] হলে এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আর কী হ[illegible] পারে? খুব দ্রুত এ সব বন্ধ করে দূরদ[illegible] টেক্সট বই এবং ভালো শিক্ষকের মাধ্য[illegible] শিক্ষাব্যবস্থায় আলো ফেলা সম্ভব- তবে[illegible] বাংলাদেশের শিক্ষার সৃজনশীল সম্ভাব[illegible] বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানিত।

ড. রহমান হাবিব: সহযোগী অধ্যাপক [illegible]